দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... ... ।... কলাম ...।

56

পিস্তল স্টেনগান কাটা রাইফেল বোমা নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

ভার্সিটিতে ছাত্র সংঘর্ষঃ গুলিতে একজন নিহত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একজন কলেজ ছাত্র নিহত ও নারায়ণগঞ্জের একজন ছাত্রনেতা গুরুতর আহত হয়েছেন। এছাড়া আরও বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র-তরুণ আহত হন। তবে, তারা হাসপাতালে ভর্তি হননি।

বেলা এগারটা পঁচিশ মিনিটে শুরু হয়ে আধঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষে পিস্তল, স্টেনগান, কাটা রাইফেল, বোমা, ককটেল, হকিস্টিক, রড ও লাঠিসোটা ব্যবহার হয়। একটানা বোমা ও গুলির শব্দ এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় কলাভবন ও সংলগ্ন এলাকা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আতংকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম এ সময় বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে ক্যাম্পাসে কোন সংঘর্ষে বোমা ও গুলিবর্ষণের এ ধরনের ব্যাপকতা দেখা যায়নি।

নিহত ছাত্রের নাম মাজহারুল হক আসলাম। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের একজন সদস্য। কলাভবনের পেছনে তিনি মাথায় বুলেটবিদ্ধ হন। আশংকাজনক অবস্থায় পিজি হাসপাতালে নেয়ার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান।

নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্র আসলাম বাবা-মার একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। তার তিনটি ছোট বোন রয়েছে। তার বাবা জনাব মোজাম্মেল হক কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের হিসাব পরীক্ষক। আসলাম মীরপুরের

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে মাথায় গুলি লেগে নিহত ছাত্র আসলামকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। —দৈনিক বাংলা

বহিরাগতদের কার্যকলাপ রোধ করুনঃ ভিসি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান ক্যাম্পাস এলাকায় বহিরাগতদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ রোধ করার জন্য দায়িত্বশীল সকল মহলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... ... ।... কলাম ...।

ভার্সিটিতে ছাত্র সংঘর্ষ

(১ম পৃঃ পর)

৩২১ পশ্চিম মনিপুরে বাবা-মার সঙ্গে থাকতেন। তাদের গ্রামের বাড়ি কেরানীগঞ্জ থানার রুহিতপুরে।

বোমা ও প্রহারে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত মঈনুদ্দীন মানিক নামে তোলারাম কলেজের একজন ছাত্রকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি নারায়ণগঞ্জ ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা। এছাড়া আহত কয়েকজন ছাত্র-তরুণ বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, এগারটা বিশ মিনিটের দিকে জহুরুল হক হলের দিক থেকে একটি মিছিল দু'ভাগে কলা ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। মিছিল থেকে বোমা ও ককটেলের একটানা বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। মিছিলটি কলাভবনের প্রাঙ্গণ দিয়ে মধুর ক্যান্টিনের পাশ ঘুরে পশ্চিমে সূর্যসেন হলের দিকে এগিয়ে যায়। অবিরাম বোমা বিস্ফোরণের ফাঁকে ফাঁকে মিছিল থেকে গুলির শব্দও শোনা যায়। মিছিলকারীরা কলাভবন লক্ষ্য করেও বোমা নিক্ষেপ করে।

সূর্যসেন হল প্রাঙ্গণে মিছিলটি পৌঁছানোর আগেই মহসীন ও সূর্যসেন হল এলাকা থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। কিছু সময় ধরে উভয় পক্ষে বোমা ও গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে ধাওয়া শুরু হলে আগত মিছিলকারীরা প্রশাসনিক ভবনের এলাকা দিয়ে জহুরুল হক হলে ফিরে যায়। এর পর পরই মহসীন হল এলাকা থেকে একটি দল জহুরুল হক হল অভিমুখে এগিয়ে যায়। এ সময় বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শোনা যায়। জহুরুল হক হলের সামনে নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে তৈরী একটি নৌকায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। একটি প্রাইভেট কারও ভাংচুর হয়।

পৌনে বারটার দিকে জগন্নাথ হল থেকে একটি মিছিল বের হয়ে "নির্বাচনে যেতে হবে, স্বৈরাচার রুখতে হবে" শ্লোগান দিতে দিতে সূর্যসেন হলে যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষের বাধার সম্মুখীন হয়। আবার শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পুনরায় বোমা, ককটেল ও গুলির শব্দে নীলক্ষেত কাঁপতে থাকে। সংঘর্ষ পুরো কলাভবন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় দফায় এই সংঘর্ষ চলাকালে আসলাম বুলেটবিদ্ধ হন। তাকে কয়েকজন ছাত্র দ্রুত রিকশায় করে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ১টার দিকে তার মৃত্যু ঘটে।

গতকালের সংঘর্ষে শতাধিক বোমা বিস্ফোরণ এবং প্রায় অর্ধশত গুলির শব্দ শোনা যায়। কলাভবনে আতংকিত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও কর্মচারীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। টিচার্স লাউঞ্জে সন্ত্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই আশ্রয় নেয়। কমন রুম এবং ক্লাস রুমে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ছোটাছুটিতেও কয়েকজন আহত হয়। প্রথম দফা সংঘর্ষ চলাকালে ক্লাস, বিভাগীয় অফিস সমূহ ও লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যায়। সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পর পরই কলাভবন এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে।

আসলাম যেখানে গুলিবিদ্ধ হন সেখানে জমাট বেঁধে ছিল রক্ত, মাথার খুলির একটি টুকরো ও মগজ। পঁচিশ পয়সা ও পাঁচ পয়সার দু'টি কয়েনও সেখানে পড়েছিল।

আসলামের লাশ সন্ধ্যায় সিপিবির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনা হয়। লাল সালুতে মোড়া লাশের পাশে বসে ছিলেন আসলামের বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। সিপিবি কার্যালয়ে কোরআনখানির আয়োজন করা হয়। রাতে শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসলামের লাশ দেখার জন্যে সিপিবি অফিসে যান। আজ সকাল দশটায় বায়তুল মোকাররমে জানাজার পর লাশ মীরপুরে দাফন করা হবে।

ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান নিহত ও আহত ছাত্র দুজনকে দেখতে হাসপাতালে যান।

বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্যে কর্মকর্তাদের দুটি পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেছে।

পরিষদ নেতা আখতারুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সবসময় যে কোন ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

বিবৃতিতে যেকোন মতবিরোধ রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করা সম্ভব বলে উল্লেখ করে সারা দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ছাত্র শিক্ষক সহ সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সন্ত্রাস ও হত্যার প্রতিবাদে আগামী ২রা এপ্রিল দেশব্যাপী শোক দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। খবর বিজ্ঞপ্তির।